International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-VI, November 2021, Page No. 09-15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i6.2021.09-15

সমাজ বাস্তবতার আলোয় সৌমিত্র বসুর দুটি নাটক

সুরজিৎ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Soumitra Basu (25th November, 1956 —) is undoubtedly a distinguished name among the contemporary play rights. He is an dramatist, an actor and a veteran Theatre director at the same time. His plays have already enriched the literature of Bengali Drama and continues to do so in the recent times too. The present day socio-realism has found its way in his play and he has done the job with a distinctive dramatic expertise. The present work throws light on two off his mentioned worthy plays namely ***'Jalthakurer Bar'*** *and* ***'Jadu Madhu Bagh'*** *in the backdrop of socio-realism.*

Apart from exhibiting socio-realism in his drama has also composed some plays, along with a profound and realistic social aspects. In the play 'Jalthakurer Bar' several perspectives of sociality such as the vocation of a wood cutter, taking the lease of a jungle, the deceptive pledges of a candidate before election, reality show, T. R. T, murder, suicide etc. His 'Jadu Madhu Bagh' drama shows the various social realism as - job world in the present social system, domination of Boss in the office, the trap of forgers and the impostors, the maltipractice of alcoholism in hotels and bars etc.

Key words: Celebrity, Wood cutter, Lease, Department, Reality show, Axe, Boon/Blessing, T.R.P (Television Rating Point), Boss, Deception, Bar, Alcoholism).

২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৬ তে কলকাতায় সৌমিত্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য নিয়ে বি.এ. এবং এম.এ সম্পন্ন করেন। তিনি ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র-এর তত্ত্বাবধানে 'রবীন্দ্র নাটকের নির্মাণশৈলীঃ উনিশ শতক'' নিয়ে গবেষণা করে সাফল্যের সঙ্গে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি অধ্যাপনা করেছেন একাধিক কলেজে, যথা – হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজ, নব বারাকপুরের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিভাগে শিশির কুমার ভাদুড়ী অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করেছেন তিনি। সৌমিত্র বসু নাট্য বিষয়ক নানা কর্মশালার নিয়মিত শিক্ষক। তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা ও অন্যদিকে দক্ষ নাট্য নির্দেশকও বটে। সৌমিত্র বসু ভারতীয় সাহিত্য একাদেমির সাধারণ পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাদেমির সদস্যও বটে। তাঁর রচিত একাধিক নাটক নাট্যরস পিপাসুদের নাট্যতৃষ্ণা মিটিয়েছে। তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক মিলিয়ে একাধিক

নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখনী এখনো সচল ও সৃজনশীল। বাংলা নাট্য সাহিত্যের সমকালীন বিশেষ কয়েকজন নাট্যকার হলেন – তুলসী লাহিড়ি, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় বৈরাগী, মনোজ মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সৌমিত্র বসু, ধনঞ্জয় বৈরাগী, তীর্থঙ্কর চন্দ, বনানী সেন, কৌশিক সেন, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সেন, ব্রাত্য বসু প্রমুখ। উল্লেখ্য এঁদের মধ্যে আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল সৌমিত্র বসু। বিষয় ভাবনা, বিন্যাস ও নাট্য রচনাশৈলীর দ্বারা বাস্তব সমাজ চিত্রের নানা দিক উঠে এসেছে সৌমিত্র বসুর একাধিক নাটকে। তবে এক্ষেত্রে তিনি রূপকথা ও কল্পনার জগতের সাথে নিজস্ব ভাবনা চিন্তার মেল বন্ধন ঘটিয়ে তাঁর নাটকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন সমকালীন বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার নানা দিক। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে সৌমিত্র বসুর রচিত একাধিক নাটক। তাঁর রচিত নাটকের বিষয় শুধুমাত্র প্রখর সমাজ বাস্তবতা নির্ভর নয়। তাতে আছে টানটান গল্প, কখনো মজাদার হাসির দমচাপা পরিস্থিত এছাড়া তিনি বড়দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের ও শিশুদের মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখে অনেক নাটক রচনা করেছেন। সৌমিত্র বসুর রচিত 'দশ রঙের মুখ' বইতে আছে দশটি উল্লেখযোগ্য নাটক, যথা – আমেরিকা আবিষ্কার, জল ঠাকুরের বর, যদু মধু বাঘ, ভৌতিক, হারিয়ে যাওয়া নাম, বিষফুল, দুজন মানুষ, দেনাপাওনা, মেজাজ, পৃথিবীর শেষ দিন ইত্যাদি। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটক 'জল ঠাকুরের বর' ও 'যদু মধু বাঘ' নাটকে প্রকাশিত সমাজ বাস্তবতা পর্যালোচনা করে আলোচ্য অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। সৌমিত্র বসুর রচিত অন্যতম নাটকের বই 'রবি ঠাকুর ও আরো চার' – এতে আছে নয়টি নাটক, যথা – সাধারণ মেয়ে, সম্পাদক, শেষ শিক্ষা, গল্পস্বল্প, মহামায়া, সেই তো তোমার আলো, মন, রেললাইন, দ্বীপ ইত্যাদি। আলোচ্য নাটকগুলিতে বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার নানা দিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। 'ছয় নাটকে ছক্কা' সৌমিত্র বসুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটকের বই। এতে আছে মুড়কির হাঁড়ি, রাক্ষস বধ পালা, সুখু-দুখু, টুনটুনি লো, আকাশে মাটিতে, পৃথিবীর অসুখ বিশুখ, ইত্যাদি নাটক। 'ভেংচি কেটে দ্যাখ' সৌমিত্র বসুর অন্যতম নাটকের বই। এতে আটটি নাটক আছে, যথা - 'ভেংচি কেটে দ্যাখ', রঘু ডাকাত আসছে, আয়না, আশ্চর্য জাহাজ, চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ, তোতাকাহিনির পরে, বনের ধারে নদী, কুমির ডাঙা। এছাড়া 'মঞ্চের অপেক্ষায়' নামক নাটকের বইতে আছে নয়টি উল্লেখযোগ্য নাটক, যথা – টেপ রেকর্ডার, ঘোড়া, চোর চরণদাস, একলব্য, অন্তর্মুখ, জীবনযাপন, স্বর্ণপসূ, বিগ বাজার, বৃষ্টির জল ইত্যাদি। সৌমিত্র বসুর বিখ্যাত তিনটি হাসির নাটক যযাতীয়, শনিমঙ্গল ও পূর্বনির্ধারিত। 'মাইকের মুখোমুখি' সৌমিত্র বসুর রচিত শ্রুতি নাটকের সংকলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌমিত্র বসুর 'দশ রঙের মুখ' নাট্যগ্রন্থের নাটক 'জলঠাকুরের বর' ও 'যদু মধু বাঘ'। নাটক দুটিতে প্রকাশিত সমাজ বাস্তবতা পর্যালোচনা করে উপস্থাপন করা হল।

'জলঠাকুরের বর' সৌমিত্র বসুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটক। নাট্যকার প্রচলিত গল্প তথা রূপকথাকে অবলম্বন করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নাট্য ঘটনার কায়া নির্মাণ করেছেন। তবে তাতে সমাজবাস্তবতা প্রকাশের কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। বাস্তব সমাজের নানা দিক যথা – জঙ্গলের ইজারা নেওয়া, দরিদ্র কাঠুরিয়ার পেশা, ভোটের আগে ভোট প্রার্থী নেতা-মন্ত্রীদের নানা প্রলোভন ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, রিয়ালিটি শো, টি.আর.পি, খুন, সুইসাইড ইত্যাদি বিশেষ নাট্যদক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য নাটকে প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যঘটনা নির্মাণে নাট্যকার যদিও রূপকথা ও কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রচলিত গল্প কাঠুরিয়া ও জলদেবতাকে কেন্দ্র করে এই নাটকের প্লট নির্মিত হয়েছে। আলোচ্য নাটকে দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি

কাঠুরিয়া। জঙ্গলে কাঠ কেটে সে জীবিকা নির্বাহ করে। ঠিকাদার জঙ্গলে ইজারা নেওয়ার জন্য সে কাঠ কাটতে পারে না। কিন্তু চরম অসহায় অবস্থায় কাঠুরিয়ার বউ তাকে পরামর্শ দেয় –

"রাতের বেলা যাও। লুকিয়ে লুকিয়ে কাটো।"[১]

আসলে সন্তানদের কথা চিন্তা করে কাঠুরিয়ার স্ত্রী তাকে একথা বলতে বাধ্য হয়। কাঠুরিয়ার ঘরে বউ, ছেলেমেয়েকে খাবার দেবার মতো কোন ব্যবস্থা নেই। তার ঘরের চাল খসে পড়েছে। এমনকী শীতকালে পড়ার মতো কোনো পোশাকও নেই। চরম দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে কাঠুরিয়ার সংসার। আলোচ্য নাটকে সমাজের শোষিত, বঞ্চিত ও নিচু শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে উপস্থিত কাঠুরিয়া।

সমাজে এরকম কাঠুরিয়ার মতো বহু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা জঙ্গলে কাঠ কেটে ও ফল-মূল এবং মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ঠিকাদারের জন্য কাঠুরিয়া তার বউ, ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে চরম সমস্যায় পড়ে। তবে নাট্য ঘটনায় দেখা যায়, জলদেবতা তাকে সাহায্য করতে সচেষ্ট। এছাড়া ভোটের আগে ভোট প্রার্থীরা নানা ধরনের প্রলোভনে প্রলোভিত করে সাধারণ মানুষকে। কিন্তু সেইসমস্ত সাধারণ মানুষেরা একাধিকবার ঠকে যাওয়ায় তারা আর সেই মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিতে ভোলে না। নাট্যঘটনায় দেখা যায়, জলদেবতার আশ্বাসে কাঠুরিয়াও য়েন বিশ্বাস করতে পারে না; উপরন্তু সে আরও বলে –

"না ঠাকুর, আমরা গাঁ ঘরের গরিব গুর্বো মানুষ,
ভাঁওতার কথা আমরা অনেক শুনেছি।"[২]

বাস্তব সমাজচিত্রের প্রকাশ লক্ষ করা যায় এই নাটকে।

সমাজে কিছু মানুষ অন্য মানুষকে নিজের প্রয়োজনে, কখনো বা ব্যবসার তাগিদে ব্যবহার করে থাকে। আলোচ্য নাটকেও এর প্রমাণ আছে। নাট্য চরিত্র টোম্পি কাঠুরিয়াকে নিজের ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবহার করে। সমাজে এরকম অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা অর্থশালী ব্যক্তিদের দ্বারা নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নাট্যঘটনায় উঠে আসে শহরে রিয়ালিটি শো-এর শ্যুটিংফ্লোরের চিত্র। এর সঙ্গে যথোচিত লাস্য ইত্যাদি সহ হাতে মাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নাট্যচরিত্র টোম্পি। সে অতি ধূর্ত, প্রতারক ও ধাপ্পাবাজ মহিলা। কাঠুরিয়াকে সে সহজ সরল মানুষ পেয়ে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করে। আমাদের সমাজেও এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। ধনী ও বিত্তশালী শ্রেণীর মানুষ নিম্নশ্রেণীর মানুষদের নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করে থাকে। আলোচ্য নাট্যঘটনায় দেখা যায়, না বুঝে টোম্পির পাতা ফাঁদে পা দেয় গ্রাম থেকে আসা সহজ সরল কাঠুরিয়া। কাঠুরিয়াকে না জানিয়ে টোম্পি জনসাধারণকে বলে যে, তাদের অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ কাঠুরিয়ার নাচ। টোম্পি এবার কাঠুরিয়ার বউকেও ভুল বোঝায়। তার সামনে সে ভালোমানুষের ভান করে কাঠুরিয়াকে দাদা সম্বোধন করে এবং সেইসঙ্গে সে তাদের গ্রামে যেতেও রাজি হয়। টোম্পির এই পরিকল্পনা কাঠুরিয়ার কাছে খুনের মতো মনে হয়। কাঠুরিয়া টোম্পির দেওয়া ফাঁদে ও কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে সে বলে –

"বাঁচতে গেলে যেখানে খুন করতে হয় সেখানে খুনই করতে হবে।"[৩]

কৌশলে টোম্পি কাঠুরিয়াকে অনেক টাকার লোভ ও বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখায়। সে তাকে রিয়ালিটি শো-র ফ্লোর ভাবতে বলে সেই সঙ্গে আরও লোভ দেখিয়ে বলে –

"টাকা ছড়িয়ে পড়ছে তোমার চারপাশে, টাকা, টাকা, টাকা – মেয়েরা এসে
তোমার কাছ ঘেষে দাঁড়িয়ে দেখছে মাসলগুলো কেমন শক্ত।"[৪]

বাস্তব সমাজচিত্র আলোচ্য নাটকে সুকৌশলে নাট্যকার প্রকাশ করেছেন। সমাজের ঠকবাজ, প্রতারক ও ধূর্ত ব্যক্তির পাতা ফাঁদে অনেক সময় অনেক নিরীহ সাধারণ মানুষ ফেঁসে যায় ও চরম বিপদে পরে। টোম্পি এবার আরও চক্রান্ত করে। সে বলে স্টেজে বাস্তব খুনের দৃশ্য তুলে ধরার কথা। এভাবে সে কাঠুরিয়াকে ব্যবহার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চায়। সে মনে করে এ দৃশ্যে জনসাধারণ খুব খুশি হবে, এবং তাদের চ্যানেলের টি.আর.পি ভীষণ বেড়ে যাবে। এর ফলে তাদের প্রচুর লাভ হবে। টোম্পি উৎফুল্ল হয়ে বলে –

> ''চোখের সামনে একটা খুন শুট করবে, সত্যিকারের খুন। আমাদের রিয়ালিটি শো-র টি.আর.পি-টা কেমন চড় চড় করে বেড়ে যাবে বলো।''[৫]

নাট্যঘটনার চমক নাটকের শেষ অংশে লক্ষ্য করা যায়। হঠাৎ দেখা যায় কাঠুরিয়া তার বউ-এর জন্য জলে ঝাঁপ দেওয়ার মুহূর্তে উঠে আসে তার বউ। টোম্পি কাঠুরিয়ার বউকে সুকৌশলে জলে ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিল। টোম্পি তখন কৌশলে সমস্ত পরিস্থিতি সামলে নিয়ে বলে – মরা মানুষ ফিরে এসেছে। ভূতের গল্পের টি.আর.পি সবচেয়ে বেশি।

নাটকের ক্রান্তি লগ্নে দেখা যায়, জলঠাকুরের সাহায্যে কাঠুরিয়া বিপদমুক্ত হয়। কিন্তু সে দিশেহারা হয়ে যায় একথা চিন্তা করে যে, কীভাবে সে বেঁচে থাকবে? তখন তাঁর স্ত্রী আশ্বাস দেয় যে, জঙ্গল আর তাদের দরকার নেই। পরিবর্তে বেঁচে থাকার জন্য তারা এবার জল থেকে মাছ ধরবে এবং তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করবে। সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনে এগিয়ে চলার চরম শিক্ষা নাট্যকার এ নাটকে শিল্পকুশলতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। সমাজ বাস্তবতার প্রকাশে সমকালীন সমাজ সচেতন নাট্যকার সৌমিত্র বসুর 'জলঠাকুরের বর' নাটকটি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

সৌমিত্র বসু সমসময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। তিনি তাঁর অভিজ্ঞ সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে বাস্তব সমাজের নানা দিক তাঁর একাধিক নাটকে প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে সৌমিত্র বসুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত নাটক 'যদু মধু বাঘ'। নাট্যঘটনা নির্মাণে যদিও নাট্যকার নিজস্ব ভাবনা ও কল্পনার দ্বারা চালিত হয়েছেন। তবে পরোক্ষভাবে নাট্যঘটনায় উঠে এসেছে বাস্তব সমাজের নানা দিক, যথা – অফিসে বসের প্রেসার, ঠকবাজ ও প্রতারকদের প্রতারণার ফাঁদ, বারে বসে মদ্যপান ও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় জর্জরিত যন্ত্রসম আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার নানা জটিল দিক। নাট্যঘটনায় সামান্য কল্পনার প্রাধান্য থাকলেও সমাজ-বাস্তবতা প্রকাশে তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। নাট্য চরিত্র যদু তাঁর জীবনে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য সমাজের যদুর মতো এরকম অনেক মানুষ সমস্যাগ্রস্থ। যদু তাঁর এই সমস্যাগ্রস্থ মুক্তি পেতে চায়। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় জর্জরিত নানা মানুষের জীবন। আর সেই জীবন থেকে স্বস্তির আভাস খুঁজতে নিজের অজান্তেই অনেকে নানা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। আলোচ্য নাটকেও দেখা এই ঘটনা দেখা যায়। নাট্যচরিত্র যদু ও মধু অফিসের বশের চাপ ও আরও নানান সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নেশাসক্ত হয়ে পড়ে। সমকালীন সমাজেও এ ধরনের ঘটনা পরিলিক্ষিত হয়। মানুষ নেশায় আশক্ত হওয়ার ফলে তাদের জীবনে পরোক্ষ ভাবে নেমে আসে আরও সমস্যা ও বিপদ। এ বিষয়ে সকলের সচেতন থাকা উচিত।

নাট্য ঘটনায় দেখা যায় ছদ্মবেশী বাঘ মধুকে তার অফিসের কাজ সম্পর্কে চাপ দেয়। আসলে যদু ও মধু একই অফিসে চাকরি করে। কিন্তু তাদের ডিপার্টমেন্ট আলাদা। মধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়।

কারণ এতে তার চাকরি হারানোর ভয় আছে। আমাদের সমাজেও যদু ও মধুর মতো অনেক মানুষ বিভিন্ন অফিসে কর্মরত। তারা সেখানে বসের নানা প্রেসার ও অন্যায়কে মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য হয়। অফিসে বসের অর্ডার, স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ ও খামখেয়ালিপনাকে অনেক যুবক-যুবতীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিতে হয়। এই ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে অনেকক্ষেত্রে তাদের চাকরি হারানোর ভয় থাকে। বস সম্পর্কে যদু মন্তব্য করে –

"প্রেস্টিজে ঘা পড়লে এই লোকগুলো
সুন্দরবনে বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।"[৬]

নাট্য ঘটনায় দেখা যায়, মধু চাকরি হারিয়ে চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে দিশেহারা হয়ে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যা করে রেললাইনে মাথা দেওয়ার কথা ভাবে। সমাজে এরকম চাকরি হারানো বেকার যুবকেরা কখনো কখনো চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে উক্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। অফিসের বসেরা তাদের কোম্পানির লাভের কথায় সবসময় চিন্তা করে। আলোচ্য নাট্যঘটনায় দেখা যায়, বাঘ হাতে একটা কাগজ নিয়ে ঢোকে। সে যদুকে কাগজটা দিয়ে জানায় মধুবাবুকে অফিসে না যাওয়ার কথা। বসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় সমাজে অনেককে চাকরি হারাতে হয়। এ নাটকেও তার প্রমাণ আছে। যদু বাবু বাঘকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বাঘ কিছুতেই বুঝতে চায় না। উপরন্তু মধুবাবুর সমস্ত কাজ সে যদুবাবুকে করতে বলে। এমনকি প্রয়োজনে ছুটির দিন রবিবারেও কাজ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু যদু এতে বিরক্ত হয়। বাঘকে এবার মধুবাবু টেবিলের তলা থেকে পা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করে তার চাকরিটা বাঁচানোর জন্য। উল্লেখ্য সমাজেও এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। নাট্যঘটনায় দেখা যায়, বাঘ কোনো কথা শোনে না। মধুকে সাহায্য করার জন্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য যদুবাবুর চাকরিটাও চলে যায়। তখন একান্ত অসহায় হয়ে যদু প্রার্থনা করে –

"একটা সুযোগ স্যার। মরে যাব স্যার।
ফ্যামিলি নিয়ে স্যার রাস্তায় নামতে হবে।"[৭]

আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র আলোচ্য নাটকে নাট্যকার সু-কৌশলে উপস্থাপন করেছেন।

সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করা অনেকের প্রধান উদ্দেশ্য। এ নাটকেও তা লক্ষ্য করা যায়। নাট্য চরিত্র বাঘও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন। সমাজে কেউই নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকার করে না। যদু বাবুর চাকরি চলে যাওয়ায় বাঘ মধুকে বলে তাকে এড়িয়ে চলতে। সমাজে প্রায়ই অধিকাংশ মানুষই স্বার্থলোভী। এ নাটকেও নাট্যচরিত্র বাঘ যদু সম্পর্কে বলে –

"চাকরি যাওয়া পুরুষ মানুষ আর রক্তের
স্বাদ পাওয়া বাঘ কিন্তু একই কথা।"[৮]

বাঘের বে-আইনী কাজের প্রতিবাদ করে মধু। তখন বাঘের স্বার্থে ঘা লাগলে সেও তার চাকরি খেয়ে নেওয়ার হুমকি দেয়। তবে নাট্যঘটনার ক্রান্তিলগ্নে দেখা যায়, বাঘ আসলে ছদ্মবেশী। শেষে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যায়। এবং সে স্বীকার করে কোম্পানি চালানোর জন্য তাকে এটা করতে হয়েছে। তবে একথা সে সকলের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করে। সমাজে বহু মানুষ ছলনা ও প্রতারণার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বাস্তব সমাজ চিত্রের প্রকাশক আলোচ্য নাটক।

ঠকবাজ, প্রতারক ব্যক্তি আমাদের সমাজে অনেক আছে। তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার জন্য বুদ্ধি আর সাহসের প্রয়োজন। নাট্যকার সুকৌশলে আলোচ্য নাটকে তা দেখিয়েছেন। সমাজে অনেক অশিক্ষিত ও অযোগ্য ব্যক্তিও অর্থের ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় উঁচু পদ অধিকার করে আছে। আবার অনেক যোগ্য ব্যক্তিও অর্থের অভাবে যোগ্য পদ পায় না। অর্থ ও পদমর্যাদার জোরে অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তিরা যোগ্য ও গুণী ব্যক্তিকে অপমান ও অপদস্থ করতে পিছুপা হয় না। আলোচ্য নাটকেও তার দৃষ্টান্ত আছে। এ সামাজিক বৈষম্যের অবসান সকলের কাঙ্ক্ষিত। নাট্যকার পরোক্ষ ভাবে তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজ সংশোধকের ভূমিকা পালন করেছেন। বাস্তব সমাজচিত্রের চূড়ান্ত ও যথার্থ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সমকালীন বিখ্যাত সমাজ-সচেতন নাট্যকার সৌমিত্র বসুর 'যদু মধু বাঘ' নাটকে – যা তাঁর বিশেষ নাট্য কৃতিত্বের পরিচয়বাহী।

সমকালীন একজন আদর্শ সমাজ সচেতন নাট্যকার সৌমিত্র বসু। তবে তাঁর পরিচিতি শুধুমাত্র নাট্যকার হিসাবেই নয়। তিনি বিখ্যাত অভিনেতা ও দক্ষ প্রযোজকও বটে। তাঁর নাট্য প্রযোজনা ও অভিনয়ের ব্যাপ্তি সু-বিস্তৃত। নতুন প্রজন্মকে থিয়েটারমুখী করে তোলা এবং থিয়েটারের মাধ্যমে লেখাপড়ার সুমহান প্রচেষ্টা করেছেন সৌমিত্র বসু। তিনি সাহিত্য সমালোচনামূলক ও নাট্যসমালোচনামূলক গ্রন্থও লিখেছেন, যথা – 'মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী' (২০০৬), 'বাকি ইতিহাস অন্যভাবনায়' (২০০৯) – এটি বাদল সরকারের নাটকের আলোচনা। এছাড়া তিনি প্রাবন্ধিক ও কবিও বটে। সৌমিত্র বসু নাটক ও নাট্য সাহিত্যকে শিশু, কিশোর ও যুবকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। সৌমিত্র বসু একজন দক্ষ অভিনেতাও বটে। তৃপ্তি মিত্র এবং কুমার রায়ের নির্দেশনায় তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়া আরও অভিনয় করেছেন বিভাস চক্রবর্তী, মনীষ মিত্র, কৌশিক সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রযোজনায়।

সৌমিত্র বসু 'সন্দর্ভ' নাট্যদলের সভাপতি, নির্দেশক, প্রধান অভিনেতা এবং সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। তাঁর নিজস্ব ভাবনা চিন্তা ও আঙ্গিকে তাঁর নাটকগুলি রচিত হয়েছে। যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার নানা দিক। বিষয় ভাবনা ও রচনাশৈলীতে তিনি স্বতন্ত্র। উচ্চকিত ধ্বনি, স্ব-ঘোষিত প্রকাশসূচক বার্তা তাঁর নাটকে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর মননের ভাবনা ও চিন্তার গভীরতা দ্বারা সমাজ জীবনের গভীর থেকে তিনি তুলে এনেছেন সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্বরূপ। তবে কখনও উপমা, রূপক প্রতীক ও রূপকথার মোড়কে তিনি তাঁর নাট্যঘটনা বর্ণনা করেছেন। শিশুদের কাছে তিনি তাঁর নাট্যরচনার জন্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। কখনো হাস্যরস ও কল্পনার মোড়কে সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর নাটকে। সৌমিত্র বসু তাঁর নাট্য কৃতিত্বের জন্য একাধিক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। যথা – শ্যামল সেন স্মৃতি সম্মান (২০০২)। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার (২০০৩), জোৎস্নামাখাদাস স্মৃতি সম্মান এবং তিনবার লাভ করেছেন সায়ক পুরস্কার ও সত্যেন মিত্র পুরস্কার। তাঁর সুমহান কর্মকাণ্ড ও সৃষ্টিশীলতা এখনও সচল ও সক্রিয়। সৌমিত্র বসু আপন সৃষ্টি নৈপুন্যে চির আম্লান হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১. সৌমিত্র বসু, দশটি ছোট নাটকের সংকলন, দশ রঙের মুখ, কলাভৃৎ পাবিলশার্স, নব গ্রন্থ কুটির, ৫৪/৫-এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০ ০৭৩
জলঠাকুরের বর – পৃ. ২৮
২. জলঠাকুরের বর – পৃ. ৩৩
৩. তদেব – পৃ. ৩৯
৪. তদেব – পৃ. ৩৯
৫. তদেব – পৃ. ৪০
৬. যদু মধু বাঘ – পৃ. ৫৮
৭. তদেব – পৃ. ৬৩
৮. তদেব – পৃ. ৬৬

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. বাংলা নাটকের ইতিহাস – ড. অজিত কুমার ঘোষ।
২. সৌমিত্র বসু, দশটি ছোট নাটকের সংকলন, দশ রঙের মুখ, কলাভৃৎ পাবিলশার্স, নব গ্রন্থ কুটির, ৫৪/৫-এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০ ০৭৩
৩. পাঁচ দশকের ৫০টি নির্বাচিত বাংলা মঞ্চ নাটকের আলোচনা – সাগর বিশ্বাস – নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ।
৪. সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতাবাদ – নগেন দত্ত, পরিবেশক – শিক্ষাভারতী, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৯
৫. সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান – বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১. নাট্য চিন্তা – বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স, প্রাঃলিঃ ১০বি-ক্রিকলেন, কলকাতা – ৭০০ ০১৪
২. পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাদেমি পত্রিকা – তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২০
৩. সায়ক নাট্যপত্র – নব পর্যায়, সংখ্যা – ৩, প্রস্তাবনা - মেঘনাদ ভট্টাচার্য।